তিন সাংবাদিকের ওপর ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী আক্রমণ

জড়িতদের বহিষ্কারের দাবিতে মানববন্ধন ও আলটিমেটাম

সংবাদ : প্রতিনিধি, ঢাবি | ঢাকা , বুধবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে কর্মরত তিন সাংবাদিকের ওপর হামলাকারীদের ছাত্রলীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবিলম্বে বহিষ্কারের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীরা। তারা বলেছেন, সাংবাদিকদের ওপর হামলাকারীরা ছাত্র নয়, তারা 'সন্ত্রাসী'। গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় জড়িতদের বহিষ্কারে শাখা ছাত্রলীগকে তিন দিনের আল্টিমেটাম দেন শিক্ষার্থীরা। গত সোমবার ঢাবিতে ছাত্রদলের ওপর ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালায়। এ সময় হামলার ছবি ও ভিডিও ধারণ করায় সাংবাদিকদের মোবাইল ফোন ছিনতাই ও তাদের মারধর করা হয়। ঢাবি শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি সনজিত চন্দ্র দাস ও তার অনুসারীরা এ হামলা করেছে বলে জানা গেছে। মানববন্ধন শেষে হামলাকারীদের বিচারের দাবিতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করেন শিক্ষার্থীরা।

মানববন্ধনে শিক্ষার্থীরা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণতন্ত্র চর্চার পূর্ণভূমি। এখানে যেকোন সংগঠন

মোছল, মোটং করতে পারে। তাদের ওপর হামলা করা ন্যাক্কারজনক। আর হামলার সময় কর্তব্যরত সাংবাদিকদের ওপর হামলা করা ও তাদের ফোন ছিনিয়ে নেয়া ফ্যাসিবাদের উগ্র প্রকাশ।

মানববন্ধনে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির (ডুজা) সাধারণ সম্পাদক মাহদী আল মুহতাসিম। তিনি বলেন, ক্যাম্পাসে কর্তব্যরত সাংবাদিকদের ওপর হামলা দুঃখজনক। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। আমরা গণমাধ্যম কর্মীদের ওপর হামলায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি। পাশাপাশি এ ধরনের ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে জন্য সব পক্ষকে দায়িত্বশীল আচরণ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম ডুজার

এ হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে ঢাকা বিশ^বিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (ডুজা)। গতকাল সমিতির সভাপতি রায়হানুল ইসলাম আবির এবং সাধারণ সম্পাদক মাহদী আল মুহতাসিম এক বিবৃতিতে এই নিন্দা জানান।

বিবৃতিতে নেতারা বলেন, সাংবাদিকদের মারধরের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি সনজিত চন্দ্র দাস ও সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন আনুষ্ঠানিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করে এবং হামলাকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস প্রদান করেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা কোন ব্যবস্থা

গ্রহণ করেন। উপরন্তু দায়সারাভাবে বিবৃতি দিয়ে প্রকৃত ঘটনা আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ।

ছাত্র ইউনিয়নের মশাল মিছিল

এ ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে গতকাল সন্ধ্যায় মশাল মিছিল করেছে ছাত্র ইউনিয়ন। ছাত্র ইউনিয়নের ঢাবি শাখার সভাপতি ফয়েজ উল্লাহর নেতৃত্বে মশাল মিছিলে সংগঠনটির ঢাবি শাখার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রাগিব নাইম, সহসভাপতি সাখাওয়াত ফাহাদ প্রমুখ অংশ নেয়।

ঢাবি সাদা দলের নিন্দা

এদিকে, ঢাবি ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের নেতাকর্মী ও সাংবাদিকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে বিশ^বিদ্যালয় বিএনপি-জামাত সমর্থিত শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দল। গতকাল সংগঠনটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলাম এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে এ নিন্দা জানান। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ছাত্রদল নেতা-কর্মী ও সাংবাদিকদের ওপর হামলা ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের ধারাবাহিক সন্ত্রাসী কর্মকান্ডেরই বহিঃপ্রকাশ। তিনি ছাত্রদল নেতাকর্মী ও সাংবাদিকদের ওপর হামলায় জড়িতদের শাস্তি দাবি করেন।

ফের মধুর কেন্টিনে সরব ছাত্রদল

গত সোমবার টিএসসিতে নেতাকর্মীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার পর গতকাল ছাত্র রাজনীতির আতুড়ঘর খ্যাত মধুর ক্যান্টিনে ফের ছাত্রদলের উপস্থিতি দেখা গেছে। সকাল ১০টার দিকে ছাত্রদলের সভাপতি ফজলুর রহমান খোকন এবং সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন শ্যামলের নেতৃত্বে দুই শতাধিক নেতাকর্মী বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে মধুর ক্যান্টিনে আসে। এরপর গত সোমবারের হামলার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. একেএম গোলাম রাব্বানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নেতাকর্মীরা। তারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে হামলার সঙ্গে জড়িতদের বিচার দাবি করেন। এরপর তারা গত সোমবারের ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করে প্রক্টরের মাধ্যমে বিশ^বিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের কাছে আবেদন জমা দেয়। এতে হামলার সঙ্গে জড়িতদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের পাশাপাশি প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখার আহ্বান জানানো হয়।